তারিখ 22 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

মোরেলগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য

■ মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলা ৩০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সরকারি ৬৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক ও ১৩৪টি বিদ্যালয়ে ১৬৯টি সহকারী শিক্ষকের পদও শূন্য রয়েছে। প্রধান শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়গুলোতে দাপ্তরিক কার্যক্রম চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে। আবার একই সাথে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষক শূন্য এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ১৩৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ৪৮টি বিদ্যালয়ে ৬৭টি সহকারী শিক্ষক পদ এবং ১৬৫টি নবসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৪টি প্রধান শিক্ষক ও ৮৬টি বিদ্যালয়ে ১০২টি সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য। সব মিলিয়ে ২৩৮টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকায় এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হচ্ছে বলে অভিভাবকরা মনে করছেন। অনেক বিদ্যালয়ে শতাধিক শিক্ষার্থীকে মাত্র দুইজন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান করানো হচ্ছে।

প্রধান শিক্ষক না থাকা বিদ্যালয়সমূহে সহকারী শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক করে দায়িত্ব পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে দাপ্তরিক কাজ ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ দান করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন ভারপ্রাপ্তরা। বিদ্যালয়সমূহে পাঠদানে অসুবিধা হচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা, কারণ তাদেরকে অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হচ্ছে। আবার যেসব বিদ্যালয়ে মাত্র দুইজন করে শিক্ষক কর্মরত আছেন তাদের একজন আবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত থাকায় বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়া চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

অভিভাবকরা জানান, শিক্ষক শূন্যতার কারণে অতিরিক্ত ক্লাসের চাপ ও শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হওয়ায় শিক্ষকরা চাইলেও পাঠদানে মনোযোগী হতে পারেন না। ক্লাসে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক স্বল্পতার কারণে অধিকাংশ শিক্ষার্থী কিছুই শিখতে পারছে না। এ অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার গতি ফিরিয়ে আনতে অনতিবিলম্বে শূন্যপদসমূহ পূরণের দাবি জানান অভিভাবকরা। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. আনিছুর রহমান বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবার কথা রয়েছে। এছাড়া প্রধান শিক্ষকদের পদায়নের ব্যাপারে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। আশা করি, খুব শিগ্রই শিক্ষক সংকট কেটে যাবে।